আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব
Theories of International Trade

৩

বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি দেশই নিজস্ব জনগণের প্রয়োজন মেটাতে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীলতা কেন্দ্র করে আমদানি ও রপ্তানি চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। আমদানি ও রপ্তানি কেন্দ্র করে একটি দেশে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেছে, যদিও বাংলাদেশের বাণিজ্য এখনো অনেকাংশে আমদানি নির্ভর। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয় হ্রাস করার জন্য রপ্তানি আয় অবশ্যই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই ইউনিটের পাঠসমূহ থেকে আপনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের ধারণা ও বাণিজ্যের সুবিধা
পাঠ-৩.২ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহ
পাঠ-৩.৩ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্বসমূহ

পাঠ-৩.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের ধারণা, বাণিজ্যের সুবিধা
Concept of International Trade Theory, Benefit of the Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব কী, তা বলতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের সুবিধাসমূহ উপস্থাপন করতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব কী?
Definition of International Trade Theory?

দেশের সীমানা পেরিয়ে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। স্থান, কাল, অবস্থাভেদে এই বাণিজ্যের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। মূলত কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংগঠিত হয়, এর উত্তর খুঁজে বের করার জন্য অর্থনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যা করেন, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাসমূহ
Benefits of International trade

এডাম স্মিথের বহুল প্রচলিত গ্রন্থ 'Wealth of Nations'-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে ডেভিড রিকার্ডো মিল, মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের পক্ষে সমর্থক দেন। সকল দ্রব্য যেমন একজন ব্যক্তির পক্ষে উৎপাদন সম্ভব হয় না, তেমনি কোনো দেশের পক্ষেও সে দেশের জনগণের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে দেশটি অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে থাকে। নিম্নে সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জলবায়ুগত কারণে কোনো একটি দেশ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে কোনো একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে, পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ সে দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে থাকে। ফলে কম খরচে অপর দেশগুলো আমদানীকৃত পণ্য দ্বারা উপকৃত হয়।
- পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত সুবিধাপ্রাপ্ত দেশটি রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে পারে।
- পণ্যের রপ্তানির মাধ্যমে একটি দেশ সহজেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে পারে।
- শ্রমের বিশেষায়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, গুণগত কাঁচামালের ব্যবহারজনিত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উন্নত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়। আবার কোনো দেশ এরূপ পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয় না। তাই বিভিন্ন দেশের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সাহায্য করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রতিটি দেশে পণ্যের বিশেষায়ন সম্ভব হয়। ফলে বাণিজ্যে লিপ্ত দেশে উৎপাদন বাড়ে।
- একটি দেশ অন্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে দেশগুলোর মধ্য পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত সুবিধাসমূহের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্তমান বিশ্বে একটি নিরেট বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশে আন্তনির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎস

The source of International Trade

বৈদেশিক বাণিজ্যে সম্পন্ন হয় মূলত যখন একটি দেশ অন্য দেশের সঙ্গে পণ্য লেনদেন করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক বিশেষায়ন, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস, মূলধনের প্রাপ্ততা এবং মানবীয় দক্ষতা ইত্যাদি। বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ব্যতীত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন তুলনামূলক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলো মূলত উপকৃত হয়ে থাকে। কারণ এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সুষম বণ্টন করা, বাণিজ্য থেকে অর্জিত লাভসমূহ বণ্টন করা এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা নিশ্চিত করা।

কোন পণ্য, কী পরিমাণ, কোন দেশের সাথে এবং কখন বিনিময় করা হবে? অর্থনীতিবিদগণ স্থান, কাল, অবস্থাভেদে এই প্রশ্নসমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এই সমস্ত তত্ত্বসমূহ বাণিজ্যতত্ত্ব নামে পরিচিত। স্থান, কাল, অবস্থাভেদে অর্থনীতিবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যতত্ত্ব প্রদান করেছেন। বহুল প্রচলিত তত্ত্বসমূহ প্রদান করেছেন এডাম স্মিথ, রিবার্জে, হেবাবলার, হেকসর ওলিন। এই তত্ত্বসমূহ মূলত বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তত্ত্বসমূহকে ক্লাসিক্যালতত্ত্ব এবং আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্লাসিক্যালতত্ত্ব সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লিপ্ত কেন হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনকৃত পণ্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়, তা তুলে ধরে এবং পরবর্তীতে ক্লাসিকের তত্ত্বে সময়ের প্রয়োজনে যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয় তা আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহের ভিত্তি হলো মার্কেন্টালিজম/বণিকবাদ,পরম সুবিধাতত্ত্ব, তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব, সুযোগ ব্যয় তত্ত্ব এবং অর্পিত উপাদানতত্ত্ব।

সারসংক্ষেপ :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের অর্থনীতি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক বিশেষায়ন, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস, মূলধনের প্রাপ্ততা এবং মানবীয় দক্ষতা ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে একটি দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্য লেনদেন করাকে বোঝায়। কেন একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ যে মতামত প্রদান করেছেন তা-ই আন্তর্জাতিকতত্ত্ব নামে পরিচিত। বিভিন্ন পর্যায়ে এই তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তত্ত্বসমূহকে ক্লাসিক্যালতত্ত্ব এবং আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঠ-৩.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহ
Classical Theories of International Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক ক্লাসিক্যালতত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মার্কেন্টালিজম/বণিকবাদ এবং পরম সুবিধাতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব ও অর্পিত উপাদানতত্ত্ব বা হেকসার ওলিনতত্ত্ব জানতে পারবেন।
- পণ্যের জীবনচক্র ও পোর্টার মডেল বর্ণনা করতে পারবেন।

বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থনীতিবিদরা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। দেশভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহের ভিত্তি হলো মার্কেন্টালিজম/বণিকবাদ, পরম সুবিধাতত্ত্ব, তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব। এই ইউনিটের পাঠসমূহ থেকে আপনি জানতে পারবেন আন্তর্জাতিক ক্লাসিক্যালতত্ত্বসমূহ সম্পর্কে।

মার্কেন্টালিজম/বণিকবাদকে অনেকে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূলভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। মার্কেন্টালিজমের মতে একটি জাতির সম্পদ মূলত মূল্যবান ধাতুগুলোর দখলের ওপর নির্ভর করে যেমন স্বর্ণ ও রুপা। এই মতবাদ অনুযায়ী সম্পদ উদ্বৃত্ত রাখার মাঝেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিহিত। এডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Wealth of Nation'-এ বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন পরম সুবিধাতত্ত্বকে এবং পরবর্তীতে ডেভিড রিকার্ডো, ১৮১৭ সাথে তাঁর গ্রন্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। স্মিথ এবং রিকার্ডো উভয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভবান হবে, যদি তাদের এই পণ্যগুলোর মধ্যে একটি চরম এবং তুলনামূলক সুবিধা থাকে, যা তারা রপ্তানি করবে এবং তারা সেই সমস্ত জিনিস আমদানি করবে, যার জন্য তাদের একটি চরম এবং তুলনামূলক অসুবিধা।

১. মার্কেন্টালিজম/বণিকবাদ
Theory of Mercantilism

মার্কেন্টালিজম তত্ত্বটি মূলত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মার্কেন্টালিজ বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন : বুলিওনিজম (bullionsim) কোলবার্টিজম (collbertism), ক্যামেরালিজম (kameralism), বণিকবাদ বাণিজ্যকে চিহ্নিত করেন মার্কেন্টালিজম মূলত সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করেন টমাস মুর (১৫৭১-১৬৪১) তাঁর গ্রন্থে। গ্রন্থটি 'Englands Treasure by Foreign Trade' নামে পরিচিত। তাঁর মতে, ধনভাণ্ডার বাড়াতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হতে হবে দেশগুলোকে।

বণিকবাদ প্রথমে ইংল্যান্ড এবং পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানিতে গড়ে ওঠে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এ জন্য একটি দেশকে আমদানিনির্ভর নয় বরং রপ্তানিনির্ভর হতে হবে। এর ফলে মূলত দেশটিতে স্বর্ণ বা রুপার অন্তঃপ্রবাহ ঘটবে। তাই বাণিজ্যিক ভারসাম্য তথা রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি দেশে যখন রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে, তা মূলত সামগ্রিকভাবে দেশটির ক্ষমতা বাড়াবে, তেমনি গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবে। একটি দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভর্তুকি প্রদান এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য শুল্ক এবং কোটা আরোপ করার জন্য বলা হয়েছে।

মার্কেন্টালিজমের প্রবক্তাগণ মনে করেন, বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ সর্বোত্তম উপায়ে অর্থ-সম্পদ আহরণ করতে পারে এবং বিশ্বের বুকে শক্তিশালী দেশ তথা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বণিকবাদের সমালোচনা

Criticism of Mercantilism

বণিকবাদের সীমাবদ্ধতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। **অবাধ বাণিজ্যে ধারণা :** বণিকবাদে বাণিজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে অবাধ বাণিজ্য ধারণা বিরল।

২। **অবহেলিত কৃষিক্ষেত্র :** বণিকবাদে কৃষিক্ষেত্রকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। যদিও একটি দেশে খাবারের জোগান দেয় কৃষিক্ষেত্র। তথাপি মুদ্রা পদার্থ অর্জনে কৃষিক্ষেত্রের ভূমিকা নিতান্তই কম।

৩। **সরকারি নিয়ন্ত্রণ :** অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য দেখা যায় বণিকবাদের প্রবক্তারা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন; কিন্তু একটি দেশের অর্থনীতির জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ সব সময়ও সবক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়।

৪। **মূলধনের সীমাবদ্ধতা :** মূলত বণিকবাদে মূলধনের সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট। মূলধন আর মুদ্রা কিছু ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। মুদ্রার কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বণিকবাদের প্রবক্তাগণ সচেতন ছিলেন না।

৫। **ক্রয়-বিক্রয়ের ধারণা :** বণিকবাদের প্রবক্তাগণ বিক্রয় ধারণাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মতে, ক্রয়ের পরিমাণ যত কম হয়, তা দেশের বাণিজ্য প্রসারের জন্য উত্তম; কিন্তু ক্রয় ছাড়া বিক্রয় সম্ভব হয় না। কারণ ক্রয়-বিক্রয় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে ক্রয়নির্ভরশীলতার ফলে অধিক মুদ্রা অর্জন দেশে মুদ্রাস্ফীতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা রপ্তানি কমিয়ে দেবে।

২. পরম সুবিধাতত্ত্ব

Absolute Advantage

১৭৭৬ সালে সর্বপ্রথম এডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Wealth of Nation'-এ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তুলে ধরেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে Absolute advantage তথা পরম সুবিধাতত্ত্বকে উল্লেখ করেন।

যখন কোনো দেশ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম উৎপাদন ব্যয় অথবা কম খরচে উৎপাদন সম্পন্ন করতে পারে, তখন কম খরচে উৎপাদনকারী দেশটি পরম সুবিধায় আছে বলা যাবে। যার কারণে দেশটি সেই দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সচেতন হবে।

অন্যদিকে দেশটি সেই দ্রব্যটি উৎপাদন করবে না এবং কম খরচ করে উৎপাদনকারী দেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করবে। নিম্নে কাল্পনিক তথ্যর উপর ভিত্তি করে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে একজন দিনমজুর ১০ দিনের পরিশ্রমে ২৫ মণ আলু উৎপাদন করতে পারেন। অন্যদিকে ভারতের একজন দিনমজুর ১০ দিনের পরিশ্রমে ৯ মণ আলু উৎপাদন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায় বাংলাদেশ আলু উৎপাদনে পরম সুবিধায় রয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের একজন শ্রমিক ১০ দিনের পরিশ্রমে ১৫ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারেন এবং বাংলাদেশের ১০ দিনের পরিশ্রমে একজন শ্রমিক ৫ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ভারত পেঁয়াজ উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে বলা যেতে পারে। উল্লিখিত পরম সুবিধার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারত নিজেদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হলে উল্লিখিত পণ্যদ্রব্যসমূহের মোট উৎপাদনে পরম সুবিধাতত্ত্বটি লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল : পরম সুবিধাতত্ত্ব উদাহরণ

	আলু	পেঁয়াজ
বাংলাদেশ	২৫	৫
ভারত	৯	১৫

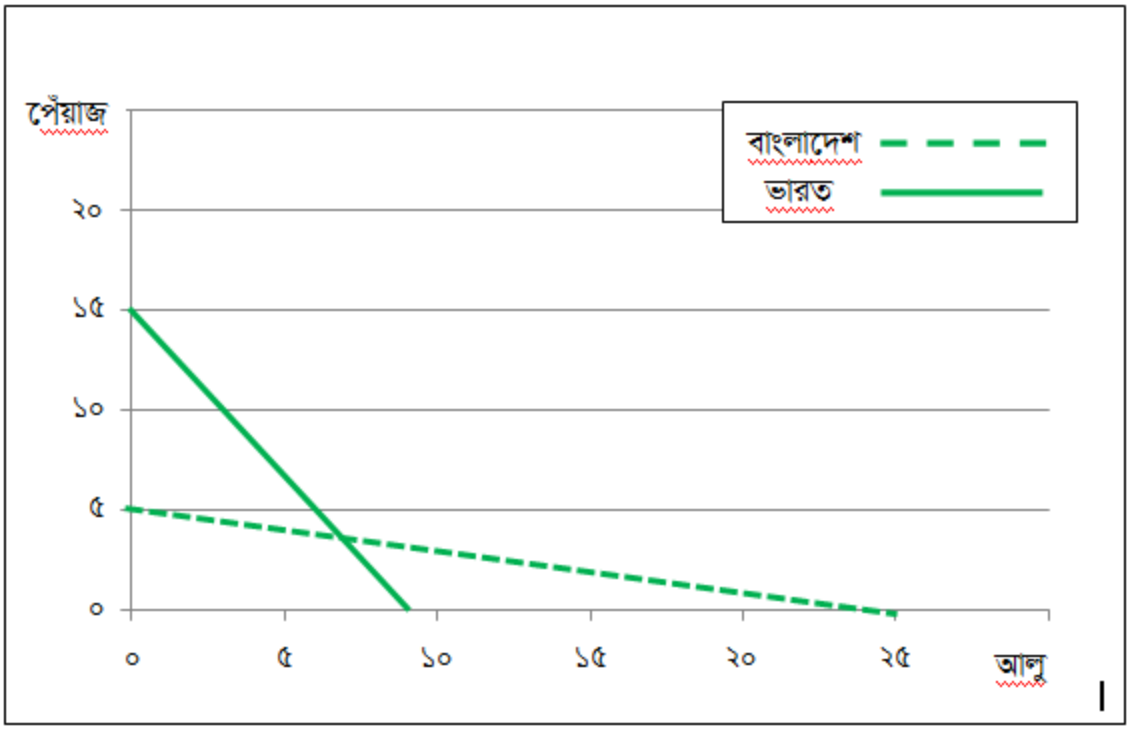

চিত্র : পরম সুবিধাতত্ত্ব উদাহরণ

একজন শ্রমিক ১০ দিনের পরিশ্রমে যে আলু উৎপাদন করতে পারেন তা দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে লম্ব অক্ষে দেখানো হয়েছে ১০ দিনের পরিশ্রমে যে পেঁয়াজ উৎপাদন করা হয়েছে।

চিত্রের লম্বা অক্ষে দেখা যাচ্ছে ভারত ১৫ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারলেও বাংলাদেশ মাত্র ৫ মণ উৎপাদন করতে পারে। চিত্র থেকে বলা যায় ১৫ মণ > ৫ মণ ভারত পেঁয়াজ উৎপাদনে পরম সুবিধায় রয়েছে। অন্যদিকে ভূমি অক্ষে দেখা যায় বাংলাদেশ ২৫ মণ আলু উৎপাদন করতে পারলেও ভারত মাত্র ৯ মণ আলু উৎপাদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ২৫ মণ >৯ মণ। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ আলু উৎপাদনে পরম সুবিধায় রয়েছে।

পরম সুবিধাতত্ত্বের সমালোচনা

Criticismof Absolute Advantage

এডাম স্মিথের পরম সুবিধাতত্ত্বের সমালোচনাসমূহ নিম্নরূপ :

১। **শ্রম মূল্যতত্ত্ব :** পরম সুবিধাতত্ত্বটি শ্রমতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়। তাই তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ।

২। **অবাধ বাণিজ্যের ধারণা :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ ধারণাটি বিরল। বর্তমানকালে পৃথিবীর সকল দেশেই বাণিজ্যের স্বার্থে সরকারি হস্তক্ষেপ রয়েছে।

৩। **অপরিবর্তিত কারিগরি জ্ঞান :** পরম সুবিধাতত্ত্বটি অপরিবর্তিত কারিগরি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ তত্ত্বটিতে পরিবর্তিত উৎপাদনব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানর্চচা বিষয়সমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৪। **নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যয় :** এ তত্ত্বটি উৎপাদন ব্যয়কে স্থির ধরে নিয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয়কে মূল্যায়ন করা হয়নি।

৫। **উপেক্ষিত পরিবহন খরচ :** এ তত্ত্বে পরিবহন ব্যয়কে উপেক্ষিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে পরিবহন খরচকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

৬। **মুনাফা বণ্টন :** দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ফলে যে মুনাফা হবে তা কীভাবে বণ্টিত হবে, সে সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট নয়।

৭। **শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত :** এ ছাড়া সম্পূর্ণ বিশেষায়নে ঘটলে স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে, যা বাস্তবসম্পন্ন নয়।

উপরোক্ত অসুবিধা অথবা সমালোচনা থাকলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরম সুবিধাতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম।

৩. তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব

Comparative Advantage Theory

তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটির প্রবক্তা ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তাঁর গ্রন্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, দুটি দেশে দুটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি দেশ, কোনো একটি দ্রব্য তুলনামূলক কম খরচে বা কম উপাদান খরচ করে উৎপাদন সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে তাকে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব বলা যায়। কোনো একটি দেশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরম সুবিধা উপভোগ করার পাশাপাশি তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করতে পারে; তবে পরম সুবিধাপ্রাপ্ত হলেই যে তুলনামূলক সুবিধা লাভ করে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি নিম্নোক্ত অনুমতি শর্তসমূহের ওপর নির্ভরশীল :

শর্তসমূহ :

১. এক দেশ হতে অন্য দেশে দ্রব্যে পরিবহন ব্যয় শূন্য।
২. দ্রব্যমূল্য শ্রমের দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৩. উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় উপস্থিতি বিদ্যমান।
৪. সমজাতীয় শ্রমব্যবস্থা বিদ্যমান।
৫. প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারব্যবস্থার উপস্থিতি।
৬. দুটি দেশ ও দুটি পণ্যের উপস্থিতি।
৭. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ।

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য কোন কারণে সংঘটিত হয় তা খুঁজতে গিয়ে ডেভিড রিকার্ডো যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব নামে পরিচিত। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের যুগে এই তত্ত্বটি বহুল প্রচলিত ছিল।

তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের সমালোচনা

Criticism of Comparative Advantage Theory

১. **শ্রমতত্ত্ব :** শ্রম উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়, শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে শুধুমাত্র শ্রমের মূল্য মূল্যায়ন করা হলে তা সঠিক হতে পারে না।

২. **স্থির ব্যয়ের ধারণা অবাস্তব :** মূলত তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যয়কে স্থির ধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যয়কে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

৩. **উপেক্ষিত পরিবহন ব্যয় :** তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটির ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ শূন্য ধরা হয়েছে। কিন্তু পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক সুবিধাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৪. **দুটি দেশ ও দুটি দ্রব্যের ধারণা :** রিকার্ডোর তত্ত্বটি দুটি দেশ এবং দুটি পণ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটি একটি প্রসারিত ধারণা। এ ক্ষেত্রে বহু দেশ ও বহু দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৫. **একমুখী তত্ত্ব :** এ তত্ত্বটিতে শুধুমাত্র জোগানের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে চাহিদার দিক উপেক্ষিত হয়েছে।

৬. **অবাধ বাণিজ্যে ধারণার প্রয়োগ :** রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি অবাধ বাণিজ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশই বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে এই তত্ত্বের ব্যবহার কমে আসছে।

৭. **বিনিময় হার অনির্ধারিত :** এই তত্ত্বে বিনিময় কীভাবে নির্ধারিত হবে, তা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

এ সকল সমালোচনা থাকা সত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের গুরুত্ব

Importance of Compara advartage theory

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ তত্ত্বে রিকার্ডো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

১. **আধুনিক তত্ত্বসমূহের ভিত্তি :** তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বে রিকার্ডো বাণিজ্যের কারণ উপস্থাপন করলেও তা পুরোপুরি সঠিক নয়; কিন্তু পরবর্তীতে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এই সুবিধাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরেন।

২. **অবাধ বাণিজ্যে ধারণার প্রয়োগ :** অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে রিকার্ডো দৃঢ় মতবাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে, অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশে উৎপাদন এবং ভোগ বৃদ্ধি পায়। রিকার্ডোর মতবাদ থেকেই ধনাত্মক প্রাপ্তির খেলা অথবা Positive sum game-এর ধারণা পাওয়া যায়।

৩. **শ্রমের গতিশীলতা :** রিকার্ডোর ধারণা শ্রমের গতিশীলতা সম্পর্কে সঠিক। রিকার্ডোর মতে, একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্রমে গতিশীল হলেও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়।

৪. **বাণিজ্যে ধারণার সম্প্রসারিত রূপ :** এডাম স্মিথের পরম সুবিধাতত্ত্বের সংশোধন এবং পরিবর্ধন করতে রিকার্ডো অনেকাংশেই সফল হয়েছেন। পরম সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েও একটি দেশ দুটি দ্রব্যের মধ্যে যেকোনো একটিতে তুলনামূলক সুবিধা পেতে পারে। এই ধারণাটি রিকার্ডো সফলভাবে তুলে ধরেছেন।

৫. **সম্পদের বণ্টন :** সম্পদের বণ্টন অথবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রিকার্ডো তত্ত্বটির প্রয়োগে অনেক অর্থনীতিবিদ সমর্থন দিয়েছেন।

৬. রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বটি অনেক বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই তত্ত্ব থেকে মূলত অবাধ বাণিজ্য সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণকর–এই উপলব্ধি পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ :

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংঘটিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বসমূহে অভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের পার্থক্য শ্রমের প্রাপ্ততা, সম্পূর্ণ বিশেষায়ন কথা বলা হয়েছে; কিন্তু পণ্যেও দামের সমতা, অভ্যন্তরীণ রুচি ও চাহিদার বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। সামগ্রিকভাবে মার্কেন্টালিজমকে অর্থনীতির সমন্বিত তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ মার্কেন্টালিজম ঐতিহ্যগতভাবে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়েছিল। পরম সুবিধাতত্ত্বে মূলত বলা হয়েছে যে দেশটি চূড়ান্ত সুবিধায় রয়েছে তা অন্য দেশের তুলনায় একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন সম্পাদন করতে পারে। স্মিথ বলেছিলেন যে শুল্ক এবং কোটা সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; বাজারব্যবস্থা অনুসারে এটিকে প্রবাহিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত। তুলনামূলক সুবিধা অনুষ্ঠিত হয় তখন, যখন একটি দেশ দক্ষতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করে। সুতরাং দুটি পণ্য বা সেবা উৎপাদন করার মধ্যে একটি পছন্দ দেওয়া হলে, একটি দেশ তৈরি করবে সর্বনিম্ন সুযোগ ব্যয়ের সাথে তুলনামূলক কম খরচে উৎপাদিত পণ্যটি। ফলে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অপূর্ণতাই পরবর্তীতে আধুনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে।

পাঠ-৩.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব
Modern Theoriesof International Trade

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হেকসর ওলিনতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পণ্যের জীবনচক্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোর্টার মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তত্ত্বগুলো দেশভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ব্যবসায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। এই তত্ত্বগুলো আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আধুনিক তত্ত্বসমূহের ভিত্তি হলো হেকসর ওলিনতত্ত্ব, পণ্যের জীবনচক্র, পোর্টার ডায়মন্ড মডেল। এই ইউনিটের পাঠসমূহ থেকে আপনি আন্তর্জাতিক আধুনিক তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে হেকসর ওলিনতত্ত্বটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতে, তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার পার্থক্যের কারণেই দুটি দেশ পরস্পর বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং এই ব্যয় সুবিধার উদ্ভব হয়, যখন দেশসমূহের মধ্যে অর্পিত উপাদানের পার্থক্য থাকে। কীভাবে একটি দেশ প্রচুর পরিমাণে থাকা উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে সেদিকে হেকসর এবং ওলিন মনোনিবেশ নিবদ্ধ করেছিলেন। একটি দেশ সেই দ্রব্যটি রপ্তানি করবে, যা উৎপাদন করতে অন্য দেশের তুলনায় ব্যয় কম পড়ে। আবার সেই দেশটি এমন দ্রব্য আমদানি করবে, যা উৎপাদন করলে অন্য দেশের তুলনায় তার খরচ বেশি হয়ে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে অর্থনীতিবিদ রেমন্ড ভার্নন পণ্যের জীবনচক্রের তত্ত্বটি প্রবর্তন করেছিলেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে ভার্নন বাজারের প্রবেশের পরবর্তীতে একটি পণ্য যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হয়, তা উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি পণ্য জীবনচক্রের তিনটি স্বতন্ত্র স্তর রয়েছে : (১) নতুন পণ্য, (২) পরিপক্ব পণ্য এবং (৩) মানসম্মত পণ্য। জীবনচক্রের পর্যায়গুলো কিরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে, তা এই তত্ত্বে তুলে ধরা হয়। এ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে নতুন পণ্যটির উৎপাদন তার উদ্ভাবনের স্বদেশে সম্পূর্ণরূপে ঘটে থাকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পোর্টার ডায়মন্ড এমন একটি মডেল গড়ে তোলেন, যা কোনো জাতির ভূমিকা বিশ্লেষণ ও উন্নতি করতে সহায়তা করে। কিছু জাতি বা গোষ্ঠী নির্দিষ্ট কিছু কারণে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেয়ে থাকে, পোর্টার ডায়মন্ড মডেলটি এ ধারণাটির ব্যাখ্যা করে।

১. অর্পিত উপাদানতত্ত্ব বা হেকসর ওলিনতত্ত্ব
Factor Endowment Theory/Heckschor-Ohlin theory

সুইস অর্থনীতিবিদ হেকসর (১৯১৯) সালে তাঁর লিখিত গ্রন্থ (Reading in the Theory of International Trade (A.E.A) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সপক্ষে যে তত্ত্ব প্রদান করেছে তা-ই হেকসর ও ওলিনতত্ত্ব নামে পরিচিত। তাঁর ছাত্র বার্টিল ওহলিন (Bertil Ohlin) পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে 'Interregional and International Trade' গ্রন্থে হেকসর বক্তব্যকে পরিবর্ধন করেন। এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে হেকসর ওলিন যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতে, তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার পার্থক্যের কারণেই দুটি দেশ পরস্পর বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং এই ব্যয় সুবিধার উদ্ভব হয় যখন দেশসমূহের মধ্যে অর্পিত উপাদানের পার্থক্য থাকে। একটি দেশ সেই দ্রব্য রপ্তানি করবে, যা উৎপাদন করতে অন্য দেশের তুলনায় ব্যয় কম পড়ে। আবার সেই দেশটি এমন দ্রব্য আমদানি করবে, যা উৎপাদন করলে অন্য দেশের তুলনায় তার খরচ বেশি হয়ে থাকে।

হেকসর এবং ওলিনতত্ত্বের মূলভাব নিম্নে তুলে ধরা হলো :

"যখন দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রাপ্তিতে পার্থক্য থাকে এবং উপাদানের দামের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায় তখনই দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।" উৎপাদনের আপেক্ষিক প্রাচুর্য অথবা সীমাবদ্ধতা হেকসর ওলিনতত্ত্বের ভিত্তি।

অনুমিত শর্তসমূহ

হেকসর ওলিনতত্ত্বটি কতিপয় শর্তের ওপর নির্ভরশীল। শর্তসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১। দুটি দেশ, দুটি পণ্য উৎপাদন করে এবং উপাদানের সংখ্যাও দুটি।
২। উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ বর্তমান।
৩। উপকরণ ও উৎপাদন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
৪। এক দেশ হতে অন্য দেশে পরিবহন ব্যয় শূন্য এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক অথবা অপরাপর বিধি-নিষেধ নেই।
৫। দুটি দেশের মধ্যে অর্পিত উপাদানের আপেক্ষিক ভিন্নতা রয়েছে।
৬। উভয় দেশের ভোক্তার রুচি অভিন্ন।
৭। দেশের অভ্যন্তরে উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা বিদ্যমান হলেও দেশের বাইরে গতিশীলতা নেই।
৮। উৎপাদনের কৌশল অপরিবর্তিত থাকবে।
৯। প্রাপ্ত উপকরণের জোগানও একটি দেশে নির্দিষ্ট।
১০। প্রতিটি দ্রব্যে উৎপাদনে উপকরণের তীব্রতা অনুযায়ী শ্রম নিবিড়তা অথবা মূলধন নিবিড়তা নির্দেশ করা সম্ভব।

উপরিউক্ত অনুমান সাপেক্ষে তত্ত্বটি উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো :

দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্যের পার্থক্যের জন্যই মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রাপাত হয়। আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয় উপাদানের জোগান ও চাহিদার ওপর। ধরা যাক, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে যদি বাণিজের উদ্ভব হয় তবে উভয় দেশই বাণিজ্য থেকে লাভবান হবে। আমেরিকা হলো মূলধনকেন্দ্রিক এবং বাংলাদেশ হলো শ্রমনিবিড় দেশ। আমেরিকা মূলধনভিত্তিক ইলেকট্রনিক্স (Electronics) দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর কৃষিপণ্য উৎপাদন করবে। যেহেতু আমেরিকায় মূলধনের প্রাচুর্যতা রয়েছে সেহেতু ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় আমেরিকায় তুলনামূলক কম। অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রমের মূল্য কম, স্বল্প ব্যয়ে শ্রমভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। মূলত বাংলাদেশ কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানি করবে, অন্যদিকে আমেরিকা উৎপাদিত (Electronics) ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানি করবে ফলে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হলে উভয়ে বাণিজ্য থেকে লাভবান হবে।

অর্পিত উপাদানতত্ত্ব বা হেকসর ওলিনতত্ত্বের সমালোচনা

Criticism of Factor Endowment Theory/Heckschor-Ohlin theory

১। হেকসর ওলিনতত্ত্বে মুক্তবাণিজ্য ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে শুল্ক ও অশুল্ক ধারণা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে।

২। এ তত্ত্বে পরিবহন ব্যয়কে শূন্য বিবেচনা করা হয়েছে। বাস্তবে পরিবহন ব্যয়ের ওপর বাণিজ্যিক লভ্যাংশ অনেকখানি নির্ভর করে।

৩। এ তত্ত্বটি মূলত দুটি পণ্য, দুটি উপাদান এবং দুটি দেশের ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপ্তি একটি সীমাবদ্ধ ধারণার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

৪। একটি দ্রব্য উৎপাদনের কৌশল অভিন্ন ধরা হয়েছে। মূলত একটি দ্রব্য উৎপাদনে একাধিক পন্থা রয়েছে।

৫। হেকসর ওলিনের মতে, একটি দ্রব্যের দাম নির্ভর করে, উৎপাদনের উপকরণের মূল্যের ওপর। শুধুমাত্র উপকরণের মূল্য একমাত্র মানদণ্ড নয়। এ ছাড়া উৎপাদন উপকরণের মান, চাহিদা, কৌশল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। এ ধারণাটি এ তত্ত্বে উপেক্ষিত।

৬। এ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে দুটি দেশের উৎপাদন-উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট, এ ধারণাটি সঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশের উৎপাদনের উপকরণ স্থির নয় বরং এটি পরিবর্তনশীল।

৭। হেকসর ওলিনের মতে, উৎপাদনের উপাদান গতিশীল নয়, এটি একটি অবাস্তব ধারণা। পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের জন্য বর্তমানে উৎপাদনের উপকরণসমূহ গতিশীলতা যথা : শ্রমিকরা সহজেই চলাচল করতে পারে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত বিদ্যা এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজেই বিনিময় করা যায়।

৮। এ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে দুটি দেশের উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে ভিন্নতা থাকবে। মূলত দুটি দেশের উপকরণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে।

উপরিউক্ত সমালোচনা থাকলেও মূলত অর্পিত উপাদানতত্ত্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

২. পণ্যের জীবনচক্র

Product Life Cycle

১৯৬৬ সালে অর্থনীতিবিদ রেমন্ড ভার্নন পণ্যের জীবনচক্রের তত্ত্বটি প্রবর্তন করেছিলেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে ভার্নন বাজারের প্রবেশের পরবর্তীতে একটি পণ্য যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হয়, তা উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে একটি পণ্যের বৃদ্ধি, পরিপক্কতা এবং হ্রাস নির্ধারণ করে এবং জীবনচক্রের পর্যায়গুলো কিরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে, তা তুলে ধরা হয়। এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে নতুন পণ্যটির উৎপাদন তার উদ্ভাবনের স্বদেশে সম্পূর্ণরূপে ঘটে থাকে। ষাটের দশকে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সাফল্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য একটি দরকারি তত্ত্ব ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক শিল্পে বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী উৎপাদক ছিল। ব্যক্তিগত কম্পিউটার কীভাবে তার পণ্য চক্রের মধ্য দিয়ে গেছে তা বর্ণনা করতেও এ তত্ত্বটি (পিসি) তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। পিসি ১৯৭০-এর দশকে একটি নতুন পণ্য এবং একটি পরিপক্ব পণ্য হিসেবে বিকাশ ঘটে ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে। আজ পিসি মানসম্পন্ন পণ্য পর্যায়ে রয়েছে এবং বেশির ভাগ উৎপাদন ও উৎপাদন প্রক্রিয়া এশিয়া, মেক্সিকোসহ স্বল্প ব্যয়যুক্ত দেশে হয়।

রেমন্ড ভার্নন ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেকোনো পণ্যের আবিষ্কারের পর্যায় হতে হ্রাস বা বিলীন হওয়া পর্যন্ত কিছু ধাপে বিকশিত হয়। একটি পণ্যের পর্যায়ক্রমের সময়কাল বাজারে পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন ব্যয় এবং পণ্যের লাভের ওপর নির্ভর করে। যদি পণ্যটির চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে এবং উৎপাদন ব্যয় কম থাকে, তবে পণ্যটি দীর্ঘ মেয়াদে বাজারে থাকবে। অন্যদিকে যদি উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি থাকে এবং বাজারে পণ্যের চাহিদা সীমিত থাকে তবে পণ্যটি সহজেই বাজার থেকে হারিয়ে যায়। সুতরাং পণ্যের জীবনচক্রের সময়কাল সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা করা যায় না।

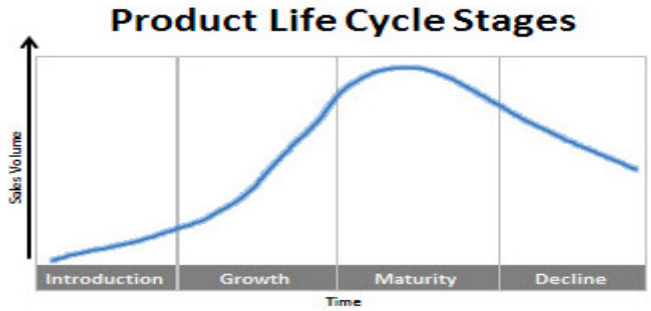

একটি পণ্যের জীবনচক্রের লক্ষ্য হলো, পর্যায়ক্রমে তার মান এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করা। ভার্ননের মতে, নতুন পণ্যগুলো উৎপাদন হয়ে থাকে উন্নত দেশসমূহে। কারণ তাদের বাজারের আকার এবং মূলধন বেশি হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার লক্ষ করা হয় উন্নত দেশসমূহ উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য কম উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করে, পরবর্তীতে পণ্যটি নিজ দেশেও রপ্তানি করে। প্রাথমিকভাবে একটি উৎপাদনশীল কোম্পানি উৎপাদিত পণ্যটিকে নিজস্ব

সীমানার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, ফলে পণ্যটির সাথে জড়িত যেকোনো সিদ্ধান্ত তারা দ্রুত নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পণ্যটির সাথে ভোক্তার অসন্তুষ্টি জড়িত থাকতে পারে, তাই উৎপাদনকারী প্রাথমিক অবস্থায় পণ্যটি নিজস্ব বাজারে সীমাবদ্ধ রাখে বিক্রয়।

ভার্ননের মতে, উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় একটি পণ্যের চাহিদা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে উন্নত দেশসমূহে এবং অন্য দেশসমূহের ধনীশ্রেণির মধ্যে। অন্য দেশের সীমিত চাহিদার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় পণ্যটি অন্য দেশসমূহে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল দেশ থেকে পণ্যটি শুধুমাত্র রপ্তানি করেই চাহিদা মেটানো হয়।

পরবর্তীতে দেখা যায়, অন্য দেশসমূহে পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সে ক্ষেত্রে পণ্যটি অন্য দেশসমূহে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা গড়ে ওঠে। ফলে পণ্যটির রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা থাকে না। একটি পর্যায়ে পণ্যটি পরিপক্বতা পায়। সময়ের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহে পণ্যটির চাহিদা গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল দেশে স্থানান্তর হয়ে থাকে। ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়, একটা সময়ে উন্নয়নশীল দেশেই পণ্যটি পুরোদমে উৎপাদিত হয় এবং উন্নত দেশসমূহে পণ্যটি রপ্তানি করা হয়। পণ্য জীবনচক্র পরিচালনার ধারণাটি বেশ কিছু সময়ের জন্য জনপ্রিয় ছিল। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত থাকার জন্য এবং মুনাফাপ্রাপ্তির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সফল উৎপাদনের মূল চাবিকাঠিটি কেবল এই জীবনচক্রটি বোঝা নয়, পাশাপাশি পণ্যগুলো পরিচালনা করা, যথাযথ সংস্থান, বিক্রয় ও বিপণনের কৌশলগুলো প্রয়োগ করার ওপরও নির্ভর করে।

৩. জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অথবা পোর্টার ডায়মন্ড মডেল

National Competitive Advantage/ Porters Diamond Model

পোর্টার ডায়মন্ড মডেলটি মাইকেল পোর্টার উল্লেখ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Competitive Advantage of Nations"-এ। কিছুকাল আগেও আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো সংস্থার সাফল্যের জন্য স্বদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, শ্রমের সহজলভ্যতা বিবেচনা করা হতো। মাইকেল পোর্টার এ ধারণার বিপরীত এ মতামত প্রদান করেন, একটি দেশ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে কোনো একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে, যখন শ্রমের বিশেষায়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, গুণগত কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করে। পোর্টার ডায়মন্ড মডেলের সাহায্যে জাতীয় সুবিধা নির্ধারকগুলো তুলে ধরেন। কোনো ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগীপূর্ণ বাজারে নিজের অবস্থান যাচাই করতে পারে পোর্টার ডায়মন্ড মডেলের সাহায্যে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সব জাতি এবং সব পণ্য একই জনপ্রিয়তা পায় না। যেমন : জাপান অটোমোবাইল উৎপাদনে অধিক জনপ্রিয়। এই তত্ত্বটি মূলত বিশ্ববাজারে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাফল্যকে তুলে ধরে। এটি হীরাতত্ত্ব নামে অধিক পরিচিত। কারণ পোর্টার মডেলটি হীরার চারটি পয়েন্টের অনুরূপ। এই চারটি পয়েন্টের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। চারটি বিষয় হলো :

১. উৎপাদনের উপাদানসমূহ।

২. চাহিদা শর্তাবলি।

৩. সম্পর্কিত ও সহায়ক শিল্প।

৪. সাংগঠনিক কৌশল, কাঠামো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

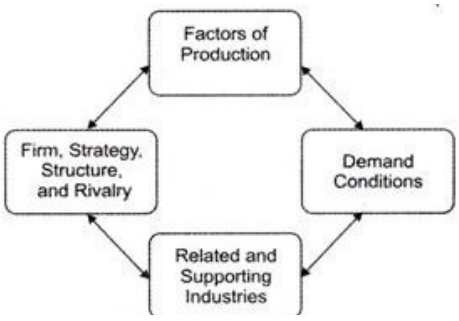

চিত্র : Porter Model

১। **উৎপাদনের উপাদানসমূহ :** পণ্য এবং সেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত যেমন : প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম দরকার হয়। এ ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে অবকাঠামো ও যোগাযোগব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। যদি কোনো দেশ এই সমস্ত উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ থাকে তবে এটি বিশ্ববাজারে সফল হবে। যেই দেশসমূহে প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি রয়েছে তারা উন্নত পদ্ধতি অথবা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে একটি জাতীয় তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, তবে বিশেষায়িত প্রকৌশলী রয়েছে। সুতরাং এটি বলা যেতে পারে যে দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব রয়েছে তারা নতুন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বিকাশ করে জাতীয় তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করতে পারে।

২। **চাহিদা শর্তাবলি :** কোনো পণ্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি একটি দেশের ভোক্তাদের রুচি এবং চাহিদার ওপর নির্ভর করে। মূলত পণ্যটি স্থানীয় বাজারে অথবা দেশীয় বাজারে যে চাহিদা থাকে, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমাগত উন্নতি করতে উৎসাহিত করে। ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানকে মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবসায় প্রসারিত করতে প্রভাবিত করে।

৩। **সম্পর্কিত ও সহায়ক শিল্প :** কেন্দ্রীয় শিল্পটিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে, সম্পর্কিত ও সহায়ক শিল্পগুলোর উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে বলা যায়, একটি শিল্পের বৃদ্ধি অন্যান্য শিল্পের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অটোমোবাইল শিল্পের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ইস্পাত শিল্পের বৃদ্ধির সুযোগকে বাড়িয়ে তুলবে।

৪। **সাংগঠনিক কৌশল, কাঠামো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা :** একটি দেশ অন্য দেশ থেকে অনন্য। কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সাংগঠনিক কৌশল, কাঠামো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কৌশলসমূহ নতুন লক্ষ্য নির্ধারণে, কাঠামো পরিচালনা করতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে।

উপরোক্ত চারটি নির্ধারক হীরার চারটি পয়েন্টের অনুরূপ, যা জাতীয় সুবিধার জন্য অবদান রাখতে সহায়তা করে। পোর্টারের মতে, এই মাত্রাগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ :

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাই হলো আধুনিক তত্ত্বের ভিত্তি। আধুনিক তত্ত্বটিতে মূলত সকল প্রকার সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডের পরে যে সকল তত্ত্ব প্রচলিত হয়েছে তা-ই আধুনিক তত্ত্ব নামে পরিচিত। আধুনিক তত্ত্বের প্রারম্ভেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। হেকসর ও ওলিন উল্লেখ করেছেন তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার কথা। পরবর্তীতে রেমন্ড ভার্নল উপস্থাপন করেন, একটি পণ্য বাজারের প্রবেশের পরবর্তীতে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হয়। এই তত্ত্বের সাহায্যে একটি পণ্যের বৃদ্ধি, পরিপক্কতা ও হ্রাস নির্ধারণ করে এবং জীবনচক্রের পর্যায়গুলো কিরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে, তা তুলে ধরা হয়। মাইকেল পোর্টার মতে, একটি দেশ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে কোনো একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে, যখন শ্রমের বিশেষায়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, গুণগত কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করে। পোর্টার ডায়মন্ড মডেলের সাহায্যে জাতীয় সুবিধা নির্ধারকগুলো তুলে ধরেন। জাতীয় সুবিধা নির্ধারকগুলো হলো : উৎপাদনের উপাদানসমূহ, চাহিদা শর্তাবলি, সম্পর্কিত ও সহায়ক শিল্প, সাংগঠনিক কৌশল এবং কাঠামো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রেফারেন্স বইসমূহ

1. Charles W.L. Hil (2007), International Business. Competing in the Global Market Place (6/E) MC Graw- Hill Higher Education.
2. Hossain A & Islam J. (2014), International Trade, Dhaka : Repal.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের সংজ্ঞা দিন। এই তত্ত্বসমূহ ব্যবহারে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে? আলোচনা করুন।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের উৎস বর্ণনা করুন।

৩. বণিকবাদ তত্ত্বের সংজ্ঞা লিখুন। বণিকবাদ তত্ত্বের বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি এর কিছু সমালোচনাও আছে। সেগুলো আলোচনা করুন।

৪. মার্কেন্টিলিস্টরা (বণিক) বিশ্বাস করে যে একটি দেশ প্রচুর রপ্তানি প্রচারের মাধ্যমে এবং আমদানি নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করুন।

৫. পরম সুবিধা কী? উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

৬. তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব কী? তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলো উল্লেখ করুন।

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর অনেক সমালোচনা আছে। সেগুলো আলোচনা করুন।

৯. তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব অনুসারে, নিম্ন রপ্তানি দেশের চেয়ে উচ্চ রপ্তানি দেশ বেশি রাজনৈতিক সুবিধা পায়। উক্তিটি আলোচনা করুন।

১০. অর্পিত উপাদানতত্ত্ব বা হেকসর ওলিনতত্ত্ব কী? হেকসর ওলিনতত্ত্বের বিশেষায়িত কারণগুলোর ধরন সম্পর্কে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।

১১. হেকসর ওলিনতত্ত্বের অনুমিত শর্তসমূহ এবং সমালোচনাগুলো আলোচনা করুন।

১২. কিছু দেশ অনেক বেশি প্রতিযোগী হয় এবং অন্যরা হয় না। কেন?

১৩. পোর্টার ডায়মন্ড মডেল কী? পোর্টার ডায়মন্ড মডেলটি চিত্রসহ আলোচনা করুন।

১৪. কেনো নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করতে এবং বজায় রাখতে সক্ষম? পোর্টার ডায়মন্ড তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনা করুন।

১৫. পণ্যের জীবনচক্র কী? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্য জীবনচক্রের (পিএলসি) পর্যায়গুলো কী কী?

১৬. পণ্যের জীবনচক্র বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্যটি উৎপাদকের, গ্রাহকের এবং সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করুন।